চর্চা

নৃবিজ্ঞানের প্রবন্ধ সংকলন

সম্পাদনা

জহির আহমেদ ও মানস চৌধুরী

নৃবিজ্ঞান বিভাগ (2001)
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

1038

হাশিমা-ই-নাসরীন, মুস্তাক চৌধুরী, আব্বাস ভূইয়া,
সাইয়েদ মাসুদ আহমেদ, আয়েশা আজিজ, এ কে এম মাসুদ রানা

কিশোর-কিশোরীদের মাঝে প্রজনন স্বাস্থ্য তথ্যপ্রবাহে যোগাযোগ ব্যবস্থা

['Communication Network in Reproductive Health
Information Dissemination to the Adolescents'
তর্জমাঃ আদিল হাসান চৌধুরী]

ভূমিকা

১৯৯৬ সালের শেষের দিকে পৃথিবীতে এইচ.আই.ভি/এইড্স আক্রান্ত লোকের সংখ্যা ছিল ২২.৬ মিলিয়ন (UNAIDS, 1997)। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে ২০০০ সাল নাগাদ এ সংখ্যা গিয়ে দাঁড়াবে প্রায় ৪০ মিলিয়নে, সম্ভবত যার অর্ধেকই হবে এশিয়ার। কারণ এশিয়াতে ইন্জেকশনের মাধ্যমে অনেক মাদক দ্রব্য সেবনকারী আছে এবং অনিরাপদ যে, যৌনতা এবং যৌন রোগ আছে যা মহামারী আকারে দেখা দিতে পারে (Alabastro, 1997)। বেশীর ভাগ এশীয়দের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে কিভাবে তাদের সরকার এই রোগটাকে মোকাবেলা করবে।

বাংলাদেশে এ সমস্ত ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ বিস্ফোরনমুখ আকারে বিরাজমান (Hussain et. al. 1996; Naved 1996; BRAC I ICDDR'B-এর অপ্রকাশিত ফলাফল ১৯৯৭)। অধিকন্তু, মানুষের এইচ.আই.ভি. কিংবা এইডস সম্পর্কে জ্ঞান খুবই সীমিত (জাতীয় এইড্স কমিটি, ১৯৯০; Fulton et. al., ১৯৯৭ ; Nasreen et. al. ১৯৯৭, Bhuiya et. al. ১৯৯৭) পূর্বে আমরা দেখিয়েছিলাম কিভাবে একটি মৌলিক সংক্ষিপ্ত এবং স্বল্পব্যয়ী এইড্স বিষয়ক সচেতনতা শিক্ষা কার্যক্রম গ্রামীণ বাংলাদেশে সফলভাবে কাজ করতে পারে (Nasreen et. al. ১৯৯৭) কিন্তু সমস্যা হলো কিশোর-কিশোরীদের (বয়স ১৩-১৯ বছর) মধ্যে এইড্স বিষয়ক জ্ঞান দান করার জন্য কি ধরনের পদ্ধতি

অবলম্বন করা উচিত। উন্নত এবং অনেক উন্নয়নশীল দেশে কিশোর-কিশোরীদের জন্য স্কুল ভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনায় উপযুক্ত প্রশিক্ষক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। বাংলাদেশের মত একটি রক্ষণশীল দেশে এটা একটা সমস্যা যেখানে যৌনতা বিষয়ক জ্ঞানটা এখন ও একটা নিষিদ্ধ বিষয় (taboo) হিসাবে রয়েছে। কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে প্রজনন এবং যৌন স্বাস্থ্য বিষয়ে কি ধরনের যোগাযোগ মাধ্যম বিদ্যমান সেটা অনুসন্ধানের জন্য এই গবেষণাটি সম্পাদিত হয়েছে। এই নির্দিষ্ট বয়স গ্রুপের মধ্যে প্রজনন এবং যৌন স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিষয়ে জ্ঞান দানের সঠিক পদ্ধতি নির্ধারণে এই তথ্য নীতি নির্ধারকদের সহায়তা করবে।

উদ্দেশ্য

এই গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল নিম্নরূপ:

১। সেই সমস্ত ব্যক্তি বর্গকে চিহ্নিত করা, যাদের কাছ থেকে টিনেজ (teen age) বালক এবং বালিকারা যৌন এবং প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে জ্ঞান লাভ করছে।

২। তাদেরকে চিহ্নিত করা যাদের সাথে তারা এই বিষয়ে অনুভূতি শেয়ার করছে।

৩। উপযুক্ত ব্যক্তিকে খুঁজে বের করা যারা কার্যকর ভাবে কিশোর-কিশোরীদেরকে প্রজনন এবং যৌন স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিষয়ে শিক্ষা দিতে পারবে।

পদ্ধতি (methodology)

গবেষণাটি সম্পাদিত হয়েছিল বাংলাদেশের গ্রামীণ এলাকা মতলবে যেখানে ১৯৬৬ সাল থেকে আন্তর্জাতিক উদারাময় রোগ গবেষণা কেন্দ্র (ICDDR,B) একটি জনমিতিক পর্যবেক্ষণ (DSS) করে আসছে। গ্রামীণ বাংলাদেশের ক্ষেত্রে মতলবের অধিকাংশ লোক দরিদ্র। প্রধান পেশা কৃষিকাজ এবং অধিকাংশ নারীই গৃহস্থালীর কাজে ব্যস্ত। সাধারণত অধিকাংশ কৃষকই অনধিক দুই একর পরিমাণ জমি নিয়ে অর্থনৈতিক ভাবে প্রান্তিক অবস্থানে রয়েছে, যেখানে ৩০ ভাগ গৃহস্থালী ভূমিহীন। পুরুষের প্রায় ৪৫% এবং নারীদের প্রায় ৭৩% কোন প্রতিষ্ঠানিক (formal) শিক্ষা পায় নাই (Bhuiya, 1992; Fauveau, 1994)।

আই.সি.ডি.ডি.আর,বি. মতলবের ডি.এস.এস. (demographic surveillance system) এলাকাকে দুইটি অঞ্চলে ভাগ করেছে – হস্তক্ষেপকৃত অঞ্চল অথবা এম.এইচ.সি.এফ.পি. অঞ্চল (৭০টি গ্রাম) এবং তুলনামূলক অঞ্চল (৭৯টি গ্রাম)। হস্তক্ষেপকৃত অঞ্চলে ৭০ এর দশক হতে সরকারি নিয়মিত কার্যক্রমের পাশাপাশি, নিবিড় মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য পরিচর্যা এবং পরিবার পরিকল্পনা সেবার ব্যবস্থা করে আসছে আই.সি.ডি.ডি.আর, বি.। আই.সি.ডি.ডি.আর, বি. তুলনামূলক অঞ্চলে খাবার স্যালাইন

(ORS) বিনামূল্যে সরবরাহ করে কিন্তু সেখানে তারা নিয়মিত ডি.এস.এস. পর্যবেক্ষণ করছে। যা হোক তুলনামূলক অঞ্চল সরকারি স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা নিয়মিত গ্রহণ করছে।

মতলবে ব্র্যাকের গ্রামীণ উন্নয়ন কার্যক্রম (RDP) শুরু হয়েছে ১৯৯২ সালে। আর.ডি.পি.এর লক্ষ্যবস্তু হলো দরিদ্রদের মধ্যকার দরিদ্রতম ব্যক্তি বিশেষ করে নারী। আর.ডি.পি. এর প্রধান লক্ষ্য হলো গ্রামীণ দরিদ্রদের ক্ষমতায়ন এবং বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে দারিদ্র্য লাঘব করা যেমন – প্রতিষ্ঠান (গ্রাম কেন্দ্রিক সামাজিক প্রতিষ্ঠান) তৈরী, কার্যকর শিক্ষা, দক্ষতা এবং মানব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, আয় উৎপাদন করার জন্য ঋণ প্রদান, নারীদের জন্য আইনসম্মত (legal) শিক্ষা এবং শিশুদের জন্য উপ-আনুষ্ঠানিক (non formal) প্রাথমিক শিক্ষা (BRAC & ICDDR, B, 1994)।

উভয় প্রতিষ্ঠানই দিক নির্দেশনা বুঝতে আগ্রহী যে, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, স্বাস্থ্য ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কল্যাণে কি প্রভাব ফেলে। ১৯৯২ থেকে তারা একসাথে সহযোগীভাবে একটি নিয়মতান্ত্রিকভাবে বৈধ পন্থায় পরিসংখ্যান করে আসছে এই দিক নির্দেশনাকে অধ্যয়ন করার জন্য।

নিবিড় সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছিল ২১ থেকে ৩০ বছরের ১২ জন বিবাহিত নারী এবং ২৫ থেকে ১০ জন পুরুষের যাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল মাধ্যমিক স্কুল পর্যায়ের এবং ১ থেকে ৪টি সন্তান ছিল। উত্তরদাতাদের মধ্যে ৭ জন নারী এবং ৬ জন পুরুষ ছিল টার্গেট গ্রুপ[১] (TG) এর এবং পাঁচ জন নারী এবং চার জন পুরুষ ছিল লক্ষ্যহীন (NTG) গ্রুপ এর। সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছিল ব্র্যাক অফিসে, যাতে গোপনীয়তা রক্ষার পরিবেশ থাকে এবং আস্থা নিশ্চিত করা যায়।

তথ্য (findings)

সাক্ষাৎকারে মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের সারাংশ নিম্নোক্ত শিরোনামে প্রকাশ করা হলো :

১। বয়ঃসন্ধি কালীন সময়ে শারীরিক পরিবর্তন সমূহ,

২। রজঃস্রাব,

৩। বিবাহ,

৪। যৌন সঙ্গম,

৫। যৌন অনুভূতি,

৬। যৌন সমস্যা,

৭। গর্ভনিরোধ এবং

৮। গর্ভধারণ এবং সন্তান প্রসব।

বয়ঃসন্ধি কালীন শারীরিক পরিবর্তন সমূহ

বয়ঃসন্ধি কাল স্থানীয় ভাবে *মাইয়া বড় হওয়া*, *যৌবন শুরু হওয়া* অথবা *বয়স কাল* হিসেবে পরিচিত। উত্তরদাতারা বলেন যে, এই সময়ে মেয়েদের স্তন হতে শুরু হয় (*বুক ওঠা* অথবা *বুক পানি ওঠা*) এবং স্তনে ব্যথা অনুভূত হয় (*বুক ব্যথা*)। শীঘ্রই রজঃস্রাব (*মাসিক*) শুরু হয়। ছয়জন উত্তরদাতা বললেন যে, তারা এই শারীরিক পরিবর্তন সম্পর্কে আগেই তাদের ভাবীদের কাছে শুনেছিল। তিনজন মহিলা বলেছিলেন যে, এ ব্যাপারে তারা তাদের বান্ধবীদের কাছে শুনেছিল। একজন মহিলা বললেন, *"আমি এবং আমার বান্ধবীরা একসাথে আলোচনা করেছিলাম যে বয়ঃসন্ধিকালে আসলে কি ঘটে। আমরা স্তন হওয়া, রজঃস্রাব এবং বিবাহ সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম। আমি সব কিছু বুঝতে পারতাম না কিন্তু চেষ্টা করতাম তাদের সাথে পাল্লা দিয়ে চলতে।"* দুইজন উত্তরদাতা তাদের দাদীর কাছ থেকে এবং অন্য একজন এক বড় বোনের কাছ থেকে জেনেছিল। যা হোক যখন তারা বয়ঃসন্ধিকালীন পরিবর্তনের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিল তখন তারা ভয় পেয়েছিল। একজন মহিলা তার অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছিলেন, *"১০-১২ বছর বয়সে আমার স্তন বাড়তে শুরু করেছিল। এটা ছিল খুবই যন্ত্রণাদায়ক অনুভূতি। আমি মনে করেছিলাম এটা একটা ফোঁড়া (abscess)। আমার জন্য এটা ছিল একাধারে ভয়ের এবং লজ্জাজনক। এ ব্যাপারে আমি আমার বন্ধুদের সাথে আলাপ করেছিলাম।"* একই সাথে এটা আনন্দও যোগায়। বয়ঃসন্ধিকালে পুরুষের সাথে কথা বলার প্রবল ইচ্ছা জেগেছে কয়েকজন মহিলার, কিন্তু নম্রতা এবং সামাজিক নিষেধাজ্ঞার কারণে তাদের এই আকাঙ্ক্ষা বাধাগ্রস্ত হয়েছে। অধিকাংশ মহিলাই তাদের অনুভূতি তাদের বান্ধবীদের কাছে বলেছে এবং আলোচনা করেছে কোন ছেলেটা ভালো বা খারাপ। তাদের মধ্যে ছয়জন ভাবীদেরকে এবং বাকীরা দাদীদেরকে বলেছে। এই প্রসঙ্গে ভাবীরা এবং দাদীরা উপদেশ দিয়েছে তাদের চলাফেরা কে সীমিত রাখতে, সব সময় কাপড় পড়ে থাকতে, এবং বিশেষ করে পুরুষের সাথে না মিশতে। সাধারণত ছেলেরা তাদের শারীরিক পরিবর্তন লক্ষ্য করে ১৪/১৫ বছর বয়সে। এই সময়ে (*যৌবন*) তাদের দাড়ি গজানো শুরু হয়, শরীরের বিভিন্ন জায়গায় পশম গজায় এবং পেশী হতে শুরু করে। একজন পুরুষ বলেছিলেন, *"এই পর্যায়ে মনে নতুন নদীর স্রোত শুরু হয় যার ফলে ছেলে এবং মেয়েরা ঘনিষ্টভাবে এবং খোলামেলা ভাবে মেশে"*। পুরুষদের মধ্যে পাঁচজন বলেছিলেন যে, এই শারীরিক পরিবর্তন সম্পর্কে তারা তাদের ভাবীদের কাছ থেকে শুনেছিলেন। চারজন পুরুষ বলেছিলেন যে, তারা এ ব্যাপারে জেনেছিলেন বন্ধু এবং বড় চাচাতো ভাইদের কাছ থেকে। একজনের মতে, *"ছেলেরা এই ব্যাপারে একসাথে আলাপ করে এবং মজা পায়"*। দুইজন জেনেছিলেন বই থেকে। সাধারণত বয়ঃসন্ধিকালে তারা তাদের শরীরের মধ্যে এক ধরনের উত্তেজনা অনুভব করতেন।

কিছু পুরুষ মেয়েদের সাথে ভালোবাসা গড়ার জন্য দুষ্ট তাড়না অনুভব করত। আরেকজন পুরুষ বলেলেন, *"যখন আমি যৌন চাহিদা অনুভব করতাম তখন আমি স্বস্তি পাওয়ার জন্যে হস্ত মৈথুন করতাম এবং আমার অভিজ্ঞতা বন্ধুদের কে বলতাম"*। কিছু উত্তরদাতা বলেছিলেন যে, তারা এই শারীরিক পরিবর্তন অনুভব করতেন এবং আনন্দ পেতেন। তাদের প্রায় সবাই বন্ধুদের সাথে অনুভূতি বিনিময় করতেন। বয়ঃসন্ধিকালে কিছু উত্তরদাতার অপ্রত্যাশিতভাবে রাত্রীকালীন নির্গমন (*স্বপ্নদোষ*) ঘটেছে। তাদের সবাই এ ব্যাপারে তাদের ভাবীদের সাথে কথা বলেছে। এই প্রসঙ্গে তাদের ভাবীরা তাদেরকে বিয়ে করার পরামর্শ দিয়েছে। একজন ভাবীর মতে, *"স্বপ্নদোষ একটা রোগ, এটা শরীর দুর্বল করে দেয়। অবিরাম স্বপ্নদোষ লিঙ্গের (পুরুষাঙ্গ) ক্ষতি করে এবং শ্বেতস্রাব (সাদাস্রাব, মেহ) ঘটায়। এটা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিয়ে করা উচিত"*।

রজঃস্রাব (menstruation)

রজঃস্রাব স্থানীয় ভাষায় মাসিক অথবা শরীর খারাপ। তারা এটাকে রক্তক্ষরণ হিসাবে মনে করে যা যৌনাঙ্গ হতে নিঃসৃত হয়, সাধারণত ১০-১২ বছর বয়সে শুরু হয় এবং ৪ থেকে ৭ দিন পর্যন্ত স্থায়ী হয়। উত্তরদাতাদের ছয় জন বলেছিলেন যে, তারা তাদের ভাবীদের কাছ থেকে রজঃস্রাব সম্পর্কে জেনেছে। চারজন বলেছিলেন যে, তারা রজঃস্রাব সম্পর্কে জেনেছে অন্যদের কে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে যেমন – একজন বড় বোন, একজন চাচাতো বোন, একজন ভাবী প্রভৃতি। দুইজন মহিলা এ সম্পর্কে জেনেছে দাদীর কাছ থেকে, একজন এক চাচাতো বোনের কাছ থেকে এবং একজন বড় বোনের কাছ থেকে। একজন মহিলা বলেন, *"আমার বান্ধবীরা বলেছিল যে রজঃস্রাব শুরু হবে একটা নির্দিষ্ট বয়সে এবং প্রতি মাসেই হয়ে থাকে। এটা শোনার পর আমি ভেবেছিলাম আসলে এটা কি এবং আমি ভয় পেয়েছিলাম"*। অধিকন্তু এই অভিজ্ঞতা তাদের কাছে একটা পাপের অনুভূতি জাগায় ফলে তাদের অধিকাংশই চিন্তা করেছিল যে এর পূর্বে তারা সৎ ছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই বিষয়টা তাদেরকে ভয় পাইয়েছিল। কিছু মহিলা তাদের অনুভূতি বিনিময় করেছিল তাদের বান্ধবী (চার) দের সাথে এবং ভাবীদের (চার) সাথে দুইজন উত্তরদাতা তাদের অনুভূতি বলেছিল চাচাতো বোনদের অন্য দুজন বলেছিল দাদীদেরকে। একজন মহিলা বলেছিলেন যে সে এ ব্যাপারে আলোচনা করেছিল তার মায়ের সাথে এবং অন্য একজন তার বড় বোনের সাথে। ভাবী এবং দাদীরা তাদেরকে নিশ্চিত করেছিলেন যে, এটা একটা স্বাভাবিক শারীরিক ব্যাপার এবং তাদের কে শিখিয়েছিলেন কিভাবে প্যাড ব্যবহার করতে হয়। তারা তাদেরকে উপদেশ দিয়েছিলেন *"সতর্কতার সাথে চলাফেরা করার জন্য এবং পুরুষের সাথে না মেশার,*

কারণ রজঃস্রাবের সূত্রপাতের সাথে সাথে গর্ভধারণ প্রক্রিয়া শুরু হয়।" একজন বলেছিলেন, *"রজঃস্রাব শুরু হওয়ার পর আমার ভাবী আমাকে বলেছিলেন যে এটা একটা গোপন ব্যাপার তাই তোমার সতর্কতার সাথে চলাফেরা করা উচিৎ যাতে তোমার বাবা এবং ভাই এটা না জানে।"* আরেকজন বলেছিলেন, *"আমার চাচাতো বোন আমাকে মাছ না খাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। যেহেতু মাছ রক্তে দুর্গন্ধ সৃষ্টি করে।"*

পুরুষেরা রজঃস্রাব সম্পর্কে জেনেছিল মূলত ভাবী, বড় বোন, চাচাতো বোনকে পর্যবেক্ষণ করার মাধ্যমে। উত্তরদাতাদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছিলেন যে তারা রজঃস্রাব সম্পর্কে জেনেছিল বন্ধুদের কাছে। যখন তারা রজঃস্রাব সম্পর্কে জানতে পেরেছিল, অধিকাংশ পুরুষই এটা অপছন্দ করেছিল, একজন পুরুষ বলেছিলেন, *"রজঃস্রাব আমার মনে ঘৃণার জন্ম দেয় কারণ এটা একটা নোংরা ব্যাপার।"* আরেকজন পুরুষ বলেছিলেন, "এটা খারাপ যে, রজঃস্রাব চলাকালীন সময়ে যৌন সঙ্গম নিষিদ্ধ"। দুইজন পুরুষ ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন যে রজঃস্রাবের রক্ত দূষিত রক্ত তাই যখন এই রক্ত শরীর থেকে বেরিয়ে যায়, এটা মহিলাদের জন্য স্বাস্থ্যকর। কিছু উত্তরদাতা মতামত দেন যে, একজন মহিলা গর্ভবতী হতে পারে শুধু মাত্র রজঃস্রাবের পরে। অধিকাংশ উত্তরদাতা তাদের অনুভূতি বিনিময় করে বন্ধুদের সাথে, দুইজন উত্তরদাতা এ বিষয়ে তাদের ভাবীদের কাছে বলেছিল।

বিবাহ

বিয়ে হলো প্রাপ্ত বয়সে নারী পুরুষের মাঝে সাধারণ সামাজিক ঘটনা এবং নারীদের কে শ্বশুর বাড়ী যেতে হয়। অধিকাংশ মহিলাই বিয়ে সম্পর্কে শুনেছিল তাদের দাদীদের কাছ থেকে ৮-১০ বছর বয়সে। একজন মহিলা বলেছিলেন, *"আমার দাদী আমাকে বলেছিল আমার উপযুক্ত বয়স হয়েছে, তাই আমাকে অতিসত্বর বিয়ে দেওয়া হবে। তখন সব সময় আমি আমার বিয়ে এবং আমার হবু স্বামীকে নিয়ে ভাবতাম। যদি আমার বাবা মা আমাকে একটা খারাপ পুরুষের সাথে বিয়ে দিতে চায় তাহলে আমি কখনই তাকে বিয়ে করব না। আমি আমার অনুভূতি ব্যক্ত করতাম আমার বান্ধবীদের কাছে।"* উত্তরদাতাদের পাঁচজন বিয়ে সম্বন্ধে জেনেছিল বাস্তব বিয়ের অনুষ্ঠান পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে। পাঁচজন শুনেছিল তাদের ভাবীদের কাছ থেকে এবং চারজন তাদের সমকক্ষদের কাছ থেকে। মহিলাদের দুজন বলেছিলেন যে, তাদের মা এবং তাদের বোন তাদেরকে এ ব্যাপারে বলেছিল। প্রত্যেক উত্তরদাতাই তাদের বিয়ে নিয়ে স্বপ্ন দেখতো। একজন উত্তরদাতা তার স্বপ্নের কথা উল্লেখ করে বলেছিলেন যে, *"আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম আমার প্রাপ্ত বয়সে বিয়ে হচেছ। তারপর আমি ভাবতাম আমার স্বামী আমাকে ভালোবাসবে এবং আমি আমার স্বামীর সাথে যৌন ক্রিয়া করতে পারি।*

এ বিষয় নিয়ে আমার বান্ধবীদের সাথে আলাপ করতে পছন্দ করতাম।" একজন কে ভালো পুরুষ হিসাবে পরিমাপ করা যায় তার চাহনি এবং সম্পদের মাধ্যমে, একজন ভালো স্বামী তার স্ত্রীকে সব সময় ভালোবাসবে। কিছু মহিলার কাছ থেকে শোনা যায় তাদের ভয়ের অনুভূতির কথা। উদাহরণ স্বরূপ, *"বিয়ের কথা শুনে আমি ভয় পেয়েছিলাম। আমি ভেবেছিলাম কিভাবে শ্বশুর বাড়ীতে একজন অজানা পুরুষের সাথে বাস করা সম্ভব।" "আমার বিয়ের পূর্বে আমার কিছু বান্ধবী আমাকে বলেছিল যে, আমি স্বাধীন ছিলাম, কারণ আমি ইচছা মত চলাফেরা করতে পারতাম। বিয়ের পরে সব কিছু স্বামীর ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রিত হবো। এটা শোনার পর আমি আতঙ্কিত ছিলাম।"* মহিলাদের মধ্যে পাঁচজন লজ্জার কারণে কারও সাথেই তাদের অনুভূতি বিনিময় করতে পারে নাই, কিন্তু চারজন তাদের ভাবীদের সাথে এবং তিনজন তার সমকক্ষদের সাথে অনুভূতি বিনিময় করেছে। শুধুমাত্র একজন মহিলা বলেছিল যে, সে তার অনুভূতি বিনিময় করেছিল তার চাচাতো বোনের সাথে।

৭ থেকে ৯ বছর বয়সে অধিকাংশ পুরুষই বিয়ে সম্পর্কে শুনেছিল দাদীর কাছে এবং কেউ কেউ শুনেছিল ভাবীদের কাছে। দুইজন উত্তরদাতা জেনেছিল বাস্তব বিয়ের অনুষ্ঠান পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে। বয়ঃসন্ধিকালে পুরুষরা বিয়ে এবং যৌন ক্রিয়ার প্রবল আগ্রহ অনুভব করেছে। প্রত্যেক পুরুষই সৎ এবং ভালো স্ত্রী প্রত্যাশা করেছে। কিছু পুরুষ বয়ঃসন্ধিকালে কিছু নারীর সাথে ভালোবাসা সম্পর্ক স্থাপন করেছিল। পুরুষদের অধিকাংশই অনুভূতি বিনিময় করেছে বন্ধুদের সাথে। পাঁচজন পুরুষ বলেছে তাদের ভাবীদের কাছে।

যৌন সঙ্গম

যৌন সঙ্গম স্থানীয়ভাবে যৌনমিলন, সহবাস অথবা স্বামী-স্ত্রীর মেলামেশা হিসাবে পরিচিত। আটজন মহিলা জানিয়েছেন যে, বিয়ের আগে তারা এ বিষয়ে জেনেছিলেন তাদের ভাবীদের কাছ থেকে। একজন মহিলার মতে, *"আমার ভাবী আমাকে বলেছিলেন যে, বিয়ের পরে তোমার স্বামী তোমার সাথে যৌন সঙ্গমে মিলিত হবে এবং এটা একটা স্বাভাবিক শারীরিক ব্যাপার। তিনি আমাকে ভয় পেতেও নিষেধ করেছিলেন। সব কিছু জানার পর আমি ভয় পেয়েছিলাম, কিন্তু মাঝে মাঝে আমার প্রেমিকের সাথে যৌন মিলনের ইচ্ছা জাগত। আমি কখনই এটা করি নাই, কারণ সেখানে গর্ভধারণের একটা সম্ভাবনা থাকে। আমি এই অনুভূতি অন্য কারও সাথে বিনিময় করি নাই।"* উত্তরদাতাদের মধ্যে চারজন এ বিষয়ে জেনেছিল বন্ধুদের কাছ থেকে, দুইজন চাচাতো বোনদের কাছ থেকে এবং একজন দাদী ও প্রেমিকের কাছ থেকে। নিজের অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিতে গিয়ে একজন মহিলা বলেছিলেন, *"আমার বিয়ের বিছানায় স্বামীর সাথে প্রথম যৌন*

মিলনের সময় ভয় পেয়েছিলাম সেই সাথে আনন্দও উপভোগ করছিলাম।" বিবাহিতরা তাদের অভিজ্ঞতাগুলো তাদের বন্ধুদের সাথে বিনিময় করেছিল। মহিলাদের একজন জানালেন যে, তার চাচাতো বোন বলেছিলেন, বিয়ের পরে কেন মহিলারা গর্ভধারণ করে এবং সে হঠাৎ একদিন দেখলো তার সহপাঠীদের মধ্যে একজন বিয়ের পরে গর্ভধারণ করেছে। উত্তরদাতাদের চারজন মনে করেন যে, সন্তান প্রসব সহ মানসিক এবং শারীরিক আনন্দের জন্য যৌন মিলন জীবনের বাস্তবতা। একজন মহিলা বলেছিলেন, *"এই আনন্দ প্রাপ্তির জন্য, স্বামীরা স্ত্রীদেরকে খাদ্য, বস্ত্র এবং আশ্রয় দিয়ে থাকে।"* মহিলাদের কয়েকজন বলেছিলেন যে, তাদের প্রথম মিলন ছিলো বেদনাদায়ক এবং ভয় পেয়েছিলেন যখন অনিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ২ দিন থেকে ৩ দিন পর্যন্ত ও এই ঘটনা ঘটে চলেছিল। যা হোক তারা দেখছিলেন যে জীবন কে উপভোগ করার জন্য এটা অত্যাবশ্যকীয়। পাঁচজন মহিলা তাদের ভাবীদের কাছে তাদের অনুভূতি ব্যক্ত করেছিল। দুইজন মহিলা কারও কাছেই তাদের অনুভূতি প্রকাশ করতে পারে নাই। কারণ হিসাবে একজন মহিলা বললেন যে, *"আমি সব সময়ই অন্যদের ব্যাপারে আলাপ করতাম, আমি কখনই আমার নিজের যৌন অভিজ্ঞতা কারও কাছে বলতাম না। আমি ভাবতাম এটা একটা গোপন ব্যাপার এবং এ ব্যাপারে কারও সাথে কথা বলা বা আলাপ করা ঠিক হবে না।"*

পুরুষরা যৌনমিলনকে ধর্মীয়ভাবেও ভাল মনে করে। পুরুষদের অধিকাংশই যৌন সঙ্গম সম্পর্কে তাদের স্কুলের বন্ধুদের কাছে শুনেছিল যখন তাদের বয়স ছিল ১৩/১৪ বছর। উত্তরদাতাদের মধ্যে চারজন তাদের ভাবীদের কাছ হতে এ ব্যাপারে জেনেছিল। ভাবীরা বলতেন, *"বিয়ের পরে তুমি তোমার স্ত্রীর সাথে যৌন সঙ্গমে মিলিত হবে এবং তোমার স্ত্রী গর্ভধারণ করবে।"* এরপর কেউ কেউ বিয়ের জন্য দেরী করেছে এবং পুরুষদের মধ্যে কেউ কেউ নারীর সাথে যৌন ক্রিয়ার আগ্রহ অনুভব করেছে। একজন পুরুষ বলেছিলেন, *"যখন আমি ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ি, তখন ঢাকা গিয়েছিলাম বেড়ানোর জন্য। সেখানে এক পাকিস্তানী ছেলের সাথে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। আমি তার বোনকে দেখে আবেগাপ্লুত হয়েছিলাম। পর্যায়ক্রমে তার সাথে ভালোবাসা গড়ে উঠল এবং যৌন সঙ্গমে মিলিত হলাম। আমার নতুন অভিজ্ঞতা হলো। আমি আমার এই অনুভূতি বন্ধুদের ব্যক্ত করলাম।"* বিবাহিতরা তাদের অভিজ্ঞতা বন্ধুদেরকে বলে। দুইজন পুরুষের অভিজ্ঞতা আছে পতিতাদের সাথে। কিছু পুরুষের হস্তমৈথুনের মাধ্যমে আনন্দ পাবার অভিজ্ঞতা আছে। অধিকাংশ পুরুষই তাদের অভিজ্ঞতাগুলো তাদের বন্ধুদের সাথে বিনিময় করেছিল। অল্প কিছু সংখ্যক তাদের অনুভূতির কথা ভাবীদেরকে জানিয়েছিল।

যৌন অনুভূতি

মহিলারা সাধারণত ১২-১৩ বছর বয়সে তাদের শরীরে এবং মনে রোমাঞ্চকর উত্তেজনা অনুভব করত যখন তারা ছেলেদের সঙ্গ কল্পনা করত অথবা এমন কি একজন পুরুষের সাথে কথা বলতে। অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে একজন মহিলা বলেছিলেন, *"আমি আমার স্বামীকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম কেন এই ধরনের অনুভূতি হয়, সে বলেছিল এটা স্বাভাবিক ব্যাপার, একটা উন্মাদনা।"* মহিলাদের মধ্যে সাতজন তাদের ভাবীদের কাছ থেকে যৌন অনুভূতি সম্পর্কে শিখতে পেরেছিল, পক্ষান্তরে তারা তাদের অনুভূতিগুলো বিনিময় করেছিল। দুইজন মহিলা এ ব্যাপারে শিখেছিল তাদের সমকক্ষদের কাছ থেকে এবং একজন তার চাচাতো বোনের কাছ থেকে। অধিকাংশ মহিলাই বলেছিল যে তারা তাদের অনুভূতি স্বামীর কাছে বলেছিল এবং মহিলাদের মধ্যে পাঁচজন ভাবীদের কাছে বলেছিল। চারজন উত্তরদাতা এত লাজুক ছিলেন যে তাদের এ অনুভূতির কথা কাউকেই জানাননি। পাঁচজন মহিলা বলেছিলেন যে যদিও তাদের যৌন তাড়নার অভিজ্ঞতা ছিল তবু লজ্জার কারণে তারা কারও কাছে প্রকাশ করে নাই। অন্য একজন বলেছিলেন, *"আমি এই তাড়না অনেক বার অনুভব করেছি। শুধুমাত্র মাঝে মধ্যে এ বিষয়ে আমার স্বামীকে বলেছি। অন্যান্য সময় এটি আমার মনেই রেখে দেই।"* যা হোক, কিছু মহিলা তাদের যৌন তাড়নার অনুভূতি তাদের স্বামীর কাছে প্রকাশ করত এবং কিছু মহিলা তাদের স্বামীর অনুপস্থিতে উত্তেজনা অনুভব করত। কিন্তু একজন বললেন, *"আমার যৌন তাড়না স্বামীকে বলার প্রয়োজন মনে করি না। সে সব সময় আমার মন বুঝতে পারে।"* অন্য একজন মহিলা বললেন যে যখন সে যৌন তাড়না অনুভব করে, সে এটা তার স্বামীকে বলে এবং যদি তার স্বামী সেই সময়ে কোন ইচছা পোষণ না করে তাহলে সে তাকে যৌন মিলনের জন্য চাপ দেয়। দুজন উত্তরদাতা বলেছিলেন যে মহিলাদের যৌন তাড়না থাকতে নেই এবং এটা সম্পূর্ণ রূপে পুরুষদের জন্য একচেটিয়া।

পুরুষদের মতে প্রবল উৎসাহ এবং নৈতিক অবিচার উভয়ই যৌন অনুভূতিকে প্রশ্ন বিদ্ধ করে। উদাহরণস্বরূপ তারা বলে, *"যৌনতা মানেই যৌবন"*, *"আমি শুনেছিলাম এবং যৌন অনুভূতি ছিল এবং আমার মতে এ কারণেই খারাপ কাজ করা হয়ে থাকে।"* অধিকাংশ পুরুষই যৌন অনুভূতি বিষয়ে শুনেছিল তাদের বন্ধুদের কাছ থেকে। সাধারণত বন্ধুদের যৌনতা এবং তাদের প্রেমিকাদের সাথে যৌন মিলন নিয়ে ঠাট্টা তামাশা করে। একজন পুরুষ বললেন, *"কারও সাথে যৌন অনুভূতি নিয়ে আলোচনা করার প্রয়োজনীয়তা নাই, কারণ এটা একটা সম্মানের প্রশ্ন।"* অধিকাংশ পুরুষই তাদের যৌন তাড়নার অনুভূতি প্রকাশ করে বিয়ের পরে তাদের স্ত্রীর কাছে এবং বিয়ের পূর্বে তাদের বন্ধুদের কাছে। কিছু পুরুষ বলেছিলেন যে, যদিও যৌন তাড়নার অভিজ্ঞতা আছে কিন্তু সংযমের তাগিদে তারা এটা প্রকাশ করে না।

যৌন সমস্যা

স্থানীয় ভাষায় যৌন সমস্যা কে বলে যৌন রোগ অথবা খারাপ রোগ। যদি একজন মহিলার যৌন মিলনের ইচ্ছা না থাকে যদিও তার স্বামী চায় এবং যদি সে যৌন সঙ্গমের মাধ্যমে কোন আনন্দ না পায় এবং দুর্বলতা অনুভব করে এবং উত্তেজনা না থাকে তখন একে যৌন রোগ বলা হয়। মহিলাদের অধিকাংশই তাদের সঙ্গীর সাথে যৌন মিলনের সময় ব্যাথা অনুভব করে এবং হাটতে, বসতে, শুতে অসুবিধা হয়। অন্যান্য সাধারণ সমস্যা হয় যেমন – ক্ষতের সৃষ্টি হওয়া, তলপেটে ব্যাথা, কুঁচকিতে ব্যাথা, প্রস্রাবের সময় ব্যাথা, চুলকানি এবং শ্বেতস্রাব (সাদাস্রাব, মেহ)। একজন উত্তরদাতা ছাড়া সকল উত্তরদাতাই এই সমস্যা নিয়ে তাদের স্বামীর সাথে কথা বলেছিল এবং কাউকে কাউকে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল ডাক্তার দেখানোর জন্য। দুইজন মহিলার স্বামী তাদেরকে বলেছিল যে এটা সাধারণ ব্যাপার এবং এটা আপনা আপনিই ঠিক হয়ে যাবে। উত্তরদাতাদের তিনজনের স্বামী তাদের স্ত্রীদেরকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়েছিল। কিছু মহিলার ভাবীরা মৃদু পানি দিয়ে শ্রোণী অঞ্চল (pelvic) ধুয়ে ফেলার পরামর্শ দিয়েছিল। একজন মহিলা বলেছিলেন, *"আমার সমস্যা নিয়ে দাদীর সাথে আলাপ করেছিলাম। সে বলেছিল এটা সব মহিলাদের জন্যই স্বাভাবিক ব্যাপার। যখন এই লক্ষণগুলো বেশী দেখা যাবে তখন এটা রোগ।"*

পুরুষরা উল্লেখ করেছিল, লিঙ্গ দিয়ে রক্ত ক্ষরন, প্রস্রাবের সময় জ্বালা পোড়া এবং শ্বেত স্রাব, গ্রামে একটা সাধারণ সমস্যা। তারা এটাকে দুঃশ্চরিত্রের (*চরিত্র খারাপ*) ফল হিসাবে মনে করে। কিছু পুরুষের জীবনে কম পক্ষে একবার এ ধরনের সমস্যার অভিজ্ঞতা ছিল। অধিকাংশ উত্তরদাতাই তাদের লজ্জার কারণে এ ধরনের সমস্যার কথা কাউকে বলে নাই বা বলতে পারে নাই। দুইজন উত্তরদাতা তাদের সমস্যার কথা তাদের বন্ধুদের কে জানিয়েছিল।

গর্ভনিরোধ (contraception)

স্থানীয় ভাষায় গর্ভনিরোধ হলো *ব্যবস্থা*। অধিকাংশ উত্তরদাতাই গ্রাম্য স্বাস্থ্য কর্মীর কাছ থেকে গর্ভনিরোধ সম্পর্কে শুনেছে এবং পাঁচজন শুনেছে তাদের প্রতিবেশী, আত্মীয় অথবা বন্ধুদের কাছ থেকে। দুইজন মহিলা রেডিও থেকে এ সম্বন্ধে শুনেছে। যখন মহিলারা গর্ভনিরোধক পদ্ধতি গ্রহণ করে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হয়েছে তখন তারা এই ব্যাপারে ডাক্তার অথবা গ্রামীণ স্বাস্থ্য সেবকের সাথে আলাপ করেছে।

অধিকাংশ পুরুষ গর্ভনিরোধ সম্পর্কে প্রতিবেশী, আত্মীয় বা বন্ধুদের কাছে শুনেছে। দুইজন উত্তরদাতা তাদের স্ত্রীর কাছ থেকে এ ব্যাপারে জানতে পেরেছিল। প্রায় অর্ধেক পুরুষ গর্ভনিরোধ সমর্থন করে। কেউ কেউ উল্লেখ করেছিলেন *"এটা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।"* তারা এ ব্যাপারে বন্ধুদের সাথে আলাপ আলোচনা করেছিল।

গর্ভধারণ এবং সন্তান প্রসব

অধিকাংশ উত্তরদাতাই বিয়ের পূর্বে ৭ থেকে ১২ বছর বয়সে গর্ভধারণ এবং সন্তান প্রসব সম্পর্কে দাদীদের কাছে শুনেছিল, পাঁচজন ভাবীর কাছে, চারজন তাদের চাচাতো বোনের কাছে এবং তাদের মধ্যে দুইজন তাদের চাচীর কাছ থেকে শুনেছে। চারজন মহিলা অন্যান্য মহিলাদের গর্ভধারণ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শিখেছে। যখন তারা তাদের গর্ভধারণ সম্পর্কে সজাগ ছিল, তারাই প্রথম তাদের স্বামীকে জানাতে পেরেছিল। কেউ কেউ আবার এ ব্যাপারে তাদের ভাবীদেরকে বলেছিল। সেই সময় তারা উৎফুল্ল ছিল। যদিও কেউ কেউ ভীত ছিল, যেহেতু তারা অন্যদের কাছ থেকে প্রসব প্রক্রিয়া সম্পর্কে শুনেছিল, যা ছিল অত্যন্ত বেদনাদায়ক। উদাহরণস্বরূপ একজন বলেছিলেন, *"আমার মা হচ্ছেন প্রথাগত দাই। যখন সে প্রসব ঘটাতে যেত, মাঝে মাঝে আমি তার সাথে যেতাম এবং সমস্ত প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করতাম।" "আমার চাচাতো বোনের কাছ থেকে গর্ভধারণ এবং সন্তান প্রসব বেদনার কথা শোনার পর আমি ভেবে ভয় পেয়েছিলাম যে বিয়ের পরে আমিও গর্ভধারণ করব।"* তারা তাদের গর্ভধারণ সম্পর্কিত জটিলতা তাদের স্বামীদের কাছে বলতে পারত। মহিলারা তাদের সমস্যা সম্পর্কে তাদের দাদী, চাচী অথবা অন্যান্য অভিভাবকদের কে বলেছিল, যখন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। মহিলারা বলেছিল তাদের দাদী, ভাবী এবং প্রতিবেশীরা তাদের চলা ফেরার ব্যাপারে কিছু পরামর্শ দিয়েছিল যেমন – 'দিনক্ষণ বেছে চলো'। একজন মহিলার ভাষ্যে, *"আমার গর্ভাবস্থায় আমার মা বলেছিল সন্ধ্যায় ঘরের বাইরে বা বাড়ীর বাইরে যেওনা। তিনি পানাহারের ক্ষেত্রে আমাকে আরও পরামর্শ দিয়েছিল।"*

পুরুষদের ধারণা হলো, *"যদি কেউ রজঃস্রাব শেষ হওয়ার সাথে সাথে যৌন সঙ্গম করে তাহলে মহিলাটি গর্ভধারণ করতে পারে।"* অধিকাংশ পুরুষলোক গর্ভধারণ এবং সন্তান প্রসব সম্পর্কে তাদের বন্ধুদের কাছ থেকে জানতে পেরেছিল ১০-১২ বছর বয়সে। উত্তরদাতাদের দুইজন এসম্বন্ধে জেনেছিল তাদের ভাবীদের কাছ থেকে এবং কেউ কেউ তাদের স্ত্রীর কাছ থেকে। যখন তাদের স্ত্রীরা গর্ভধারণ করেছিল তারা আনন্দিত হয়েছিল এবং তাদের বন্ধুদের, ভাবীদের ও অভিভাবকদের জানিয়েছিল। কেউ কেউ লজ্জায় কাউকেই জানায় নাই।

উপসংহার

এই কাগজ নির্দেশ করে, কিশোর কিশোরীদের মধ্যে প্রজনন এবং যৌন স্বাস্থ্য বিষয়ে কি ধরনের যোগাযোগ ব্যবস্থা বিদ্যমান। কিশোর কিশোরীদের জন্য প্রজনন এবং যৌন স্বাস্থ্য কার্যক্রম পরিচালনা প্রয়োজন। বাংলাদেশের সাধারণ জনগণের মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ যৌন আচরণের বিষয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়ার উদ্দেশ্যে কিছু গবেষণা করা হয়েছিল। বিভিন্ন রকমের যৌনাচরণ আছে যেগুলোকে ঝুঁকিপূর্ণ মনে হয়, যেগুলো এই অঞ্চলে বিদ্যমান (BRAC-ICDDR,B, 1997 এর অপ্রকাশিতব্য তথ্য; Naved et.

al. 1996; National AIDS Committee, 1990 এবং Aziz et.al. 1985) এবং জনগণ এ ব্যাপারে অসচেতন ছিল। কিন্তু এইডস প্রতিরোধের জন্য কিশোর কিশোরী সহ গ্রামের জনসাধারণের মধ্যে উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ সম্পর্কে জানা থাকা প্রয়োজন। আমরা সেই ধরনের ব্যক্তিবর্গকে চিহ্নিত করেছি যাদের কাছ থেকে কিশোর বালক-বালিকারা যৌন এবং প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে শোনে এবং যাদের কাছে তারা তাদের অনুভূতির কথা ব্যক্ত করে। সঠিক ও কার্যকর যোগাযোগ স্থাপন করতে এবং এস.টি.ডি.অথবা এইচ.আই.ভি.র সংক্রমণের ঝুঁকি কমানোর সফল পদক্ষেপ নিতে ঐ ব্যক্তিবর্গকে চিহ্নিত করা প্রয়োজন।

থাইল্যাণ্ড এবং অন্যান্য দেশে নারী এবং পুরুষ উভয়েই এইড্‌স এবং ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ সম্পর্কে বন্ধুদের সাথে এবং ভাই বোনদের সাথে কথা বলে (Nishino et.al. 1997, Antunes et.al. 1997)। আমাদের গবেষণা থেকে খুঁজে পেয়েছি যে নারী এবং পুরুষ উভয়ই, বয়ঃসন্ধিকালের শারীরিক পরিবর্তন, বিয়ে, যৌন বিষয়, যৌনতা, যৌন সমস্যা, গর্ভাবস্থা এবং সন্তান প্রসব নিয়ে তাদের বন্ধু এবং ভাবীদের সাথে খুব সহজেই কথা বলতে পারে। বালকেরা সাধারণতঃ মজা পাবার জন্য এসব ব্যাপারে দলবেধে আলোচনা করে। গৃহস্থালীতে তারা এইগুলো নিয়ে তাদের ভাবীদের সাথে মজা করে। যখন বালিকারা বয়ঃসন্ধিকালে পৌছায় তখন তাদের ভাবীরা শারীরিক পরিবর্তন, বিয়ে, যৌন বিষয় এবং যৌনতা নিয়ে তাদের সাথে তামাশা করে। বাস্তবে বয়ঃসন্ধিকালে বালিকাদের শারীরিক পরিবর্তন হয় এবং রজঃস্রাব শুরু হয়, তখন তারা ভয় পায় এবং ভাবীদেরকে জানায়। যখন কোন ঘটনা তাদেরকে উদ্বেলিত করে তখন বালিকারা তাদের বান্ধবীদের সাথে তাদের অভিজ্ঞতা নিয়ে আলোচনা করতে পছন্দ করে।

প্রজনন এবং যৌন স্বাস্থ্য বিষয়ে যোগাযোগ স্থাপনে দাদীরাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গবেষণা থেকে দেখা যায় যে তারা বালিকাদের রজঃস্রাব, গর্ভাবস্থা এবং সন্তান প্রসবের সময় গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দেয়।

এই গবেষণায় গভীরভাবে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে দেখা যায় যে, কিশোর-কিশোরীদের প্রজনন এবং যৌন স্বাস্থ্য তথ্য বিষয়ে যোগাযোগের প্রধান উৎস হলো তাদের ভাবী এবং বন্ধু বান্ধব। কিশোর কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে ভাবী এবং সমকক্ষীয়রা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। যাহোক তাদেরকে প্রজনন এবং যৌন স্বাস্থ্য বিষয়ে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ দিতে হবে যাতে তারা কিশোর কিশোরীদের প্রয়োজন মেটাতে প্রস্তুত থাকে।

---

১. ব্র্যাকের যোগ্যতা বিচারের মানদণ্ড হলো ভিটার জায়গাসহ সে সমস্ত গৃহস্থালীর অর্ধ একরের ও কম জায়গা আছে এবং গৃহস্থালীর কমপক্ষে একজন সদস্য জীবিকা অর্জনের জন্য বছরে কমপক্ষে ১০০ দিন কায়িক শ্রম বিক্রি করে (BRAC & ICDDR,B, 1994)।

তথ্যসূত্র

Aziz K.M.A. and Maloney C. *"Life stages,gender and fertility in Banglaesh."* ICDDR,B Dhaka, 1988.

Alabastro R., *AIDS Virus could hit 20 mln. Asians by the year 2000 UN Health & Medicine*: AIDS/HIV, 15-Oct. 1997.

Antunes et.al, *"Evauluating on AIDS sexual risk reduction program for young adults in public might schools in Sao Paulo, Brazil"*. AIDS. Sept. : 11 Suppl 1:s121-s127. 1997

BRAC & ICDDRB, *'Socio-Economic Development and Health : a joint BRAC - ICDDR,B research project'*. Baseline survey Matlab, 1992. Final Report. BRAC-ICDDRB Dhaka, 1994.

Bhuiya A., Hanafi S. M. A. Hossain M. Aziz A. *"Impact of AIDS awareness campaign on knowledge of AIDS in a remote rural area of Bangladesh."* Chakaria Project, Dhaka : ICDDR,B, 1997.

Bhuiya A., "Village health care providers in Matlab, Bangladesh : A study of their knowledge in the management of Childhood Diarrhoea", *Journal of Diarrhoeal Diseases Research* Vol. 10. no. 1, Dhaka : ICDDR,B, 1992.

Demographic Surveillance System (DSS) Matlab, Registration of demographic events - 1992, *Scientific Report, Vol. 23, no. 75*, March 1995, ICDDR,B Dhaka, 1994.

Fauveau Vincent. *"Matlab : Women, Children and Health."* Ed. ICDDR,B, Special publication no. 35. Dhaka : ICDDR,B, Dhaka, 1994.

Fulton E.L., Kamal N., Ahmed S. M., Khan M. I, *"Determinants of knowledge of AIDS among a rural population in Bangladesh"*, Research and Evaluation Division, BRAC, 1996.

Hussain M. A, G.S. Rahman, N. G Banik, N. Begum, *"A study o preva lence of RTI/STDs in a rural area of Bangladesh"*, Dhaka : Save the Children, USA, 1996.

Nasreen H. E, Chowdhury M., Ahmed S. M., Bhuiya A., Rana A.K.M.M., *"Providing AIDS awareness education through village based women's organizations"*, BRAC-ICDDR,B, Dhaka, 1994.

Naved R. T., Sultana N., *"RTI/STD and risky sexual behavior in the context of a 'conservative' society"* Dhaka: Save the children, USA, 1996.

Nishino Y., Schunck M., *"Single Thai women's interpersonal communication and mass media reception on AIDS"*, AIDS Educ Prev, 9(2) : 181-200; Apr, 1997.